ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 176 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৩২ ● কলকাতা ● ২৪ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 139

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আমরা চিত্তকে এক ইন্দ্রিয়ও বলতে পারি। যেমন চোখ দিয়ে আমরা দেখি, কান দিয়ে আমরা শুনি, সেইরকম চিত্ত দিয়ে অনুভব করতে পারি। চিত্ত দিয়ে আমরা জানতে পারি। এইসব অভ্যাসের মাধ্যমে আস্তে আস্তে সম্ভব হতে পারে। চিত্ত শুদ্ধ করলে চিত্তের উপর নিয়ন্ত্রণ করা বেশী কঠিন হয়।

ক্রমশঃ

হুমায়ুন প্রার্থী দিচ্ছেন মমতা-শুভেন্দুর বিরুদ্ধেও!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পেঁয়াজের খোসার মতো একটু একটু করে নিজের দল সম্পর্কে খোলস করছেন হুমায়ুন। নিজের লক্ষ্য আগেই পরিস্কার করেছেন, টার্গেট তাঁর ৯০। দ্বিতীয় দিনে এটা স্পষ্ট করেছেন 'মিম'-এর সঙ্গে জোট, কথা হয়েছে সেলিমের সঙ্গেও। তৃতীয় দিনে স্পষ্ট করেছেন, তাঁরাই হবেন ম্যাজিক ফিগার! আর এবার তৃণমূল থেকে সদ্য সাসপেন্ডেড ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বললেন, সেকুলার দল গড়বেন।১৩৫ টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা আগেই বলেছিলেন তিনি। তবে তাঁর টার্গেট ৯০ টি আসন! হুমায়ুনের এ সব 'লক্ষ্য' 'বাবরি' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর থেকে

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের ভাবনাচিন্তা নির্বাচন কমিশনের ?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

SIR-এর মধ্যেই কি পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের ভাবনাচিন্তা করছে নির্বাচন কমিশন ? মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে SIR সংক্রান্ত মামলায় নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী বলেন, রাজ্য সরকারকেও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। নাহলে BLO-দের রক্ষা করার ক্ষেত্রে আমাদের কেন্দ্রীয় বাহিনী ডাকতে হবে।এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ সত্যিই ব্যতিক্রমী। কোথাও এইরকম ভোট চুরি হয় না। কোথাও এরকম রিগিং হয় না। কোথাও এভাবে ভোটার লিস্টে কারচুপি হয় না। এই জালিয়াতিগুলো কেন হয়েছে ? এই বিএলও-দের ভয় দেখিয়ে, বিএলও-দের হুমকি দিয়ে তাঁদের দিয়ে এই সমস্ত কু-কাজ তৃণমূল কংগ্রেস করিয়েছে। এই যে বলছে না, বিএলওরা কাজের চাপে অসুস্থ হচ্ছে! কোনও বিএলও কাজের চাপে অসুস্থ হচ্ছে না। তৃণমূলের হুমকি-ধমকির চাপে বিএলওরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে।"

পশ্চিমবঙ্গে SIR-এর কাজে যুক্ত BLO ও অন্যান্য আধিকারিকদের নিরাপত্তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে নোটিস জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৭ ডিসেম্বর ।যার প্রেক্ষিতে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, যা করার করুন, নাহলে তো বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। কিছু প্রয়োজন হলে আমাদের বলুন। বিধানসভা ভোটের আগেই কি পশ্চিমবঙ্গে মোতায়েন হতে পারে কেন্দ্রীয় বাহিনী ? 'SIR' পর্ব চলাকালীনই কি রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী ডাকবে নির্বাচন কমিশন ? মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল জবাব পর্বে কমিশনের মস্তব্যের জেরে উস্কে গেছে এই জল্পনা।

'রাজ্য সরকারকেও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। নাহলে BLO-দের রক্ষা করার ক্ষেত্রে আমাদের কেন্দ্রীয় বাহিনী ডাকতে হবে।' মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে SIR সংক্রান্ত মামলায় এই সওয়াল করেন নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী। তখন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, যা করার করুন, নাহলে তো বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। কিছু প্রয়োজন হলে আমাদের বলুন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি FIR আছে। আর কোনও লিখিত অভিযোগ নেই।

এরপরই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আইনজীবীকে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, BLO-রা এই মুহূর্তে আপনাদের (নির্বাচন কমিশন) হয়ে কাজ করছেন। তাদের সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব আপনাদের (নির্বাচন কমিশন)।

তখনই কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রসঙ্গ তোলেন নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী তখন বলেন, এটা কোনও ডেস্ক ওয়ার্ক নয়। একজন BLO-কে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে, তারপর সেটা আপলোড করতে হবে। এটাই চাপ। আমরা চাই, তৃণমূল স্তরে SIR এর প্রক্রিয়া যেন সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়।

বিচারপতি বাগচি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গ কি ব্যতিক্রম, যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আলাদা করে কোনও নির্দেশিকা জারি করতে হবে? কোনও অসহযোগিতা করা হলে আমাদের (সুপ্রিম কোর্ট) জানান, আমরা (সুপ্রিম কোর্ট) প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেব। আইনজীবী কল্লোল মণ্ডল বলেন, "নির্বাচন কমিশনারকে সুস্থ-স্বাভাবিক ভোট করতে গেলে এবং নিরপেক্ষ ভোট করতে গেলে তার SIR করা জরুরি। এই SIR করতে দেওয়াটা রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই বাধা দিচ্ছে। এই SIR করার জন্য যা যা নিরাপত্তা দরকার সেগুলো জাতীয় নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারের থেকে নিতে পারে, কেন্দ্রীয় সরকারের থেকেও নিতে পারে।"

লোকসভা ভোটের কয়েক দিন আগে কিংবা বিধানসভা ভোটের দিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ কিংবা টহলদারি দেখতে অভ্যস্ত রাজ্যবাসী! পশ্চিমবঙ্গ সেই বিরল রাজ্যের মধ্যে পড়ে যেখানে সমবায় ভোটেও কেন্দ্রীয় বাহিনী ডাকতে হয়! কিন্তু এবার কি বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই, নজিরবিহীন ঘটনা ঘটতে পারে? এই নিয়ে জল্পনার মধ্যেই কোচবিহারের সভা থেকে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "কাজ করাবে ইলেকশন কমিশন আর টাকা বাড়াবে রাজ্য সরকার। আর টাকা বন্ধ করে দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। কী সুন্দর থিওরি! বুঝুন, পুলিশের দরকার নেই তা সত্ত্বেও ১ কোটি পুলিশ পাঠাবে।তাদের থাকার খরচা কে দেবে? রাজ্য সরকার। বাথরুমে যাওয়ার বাথরুম কে তৈরি করে দেবে? ওয়াশরুম? রাজ্য সরকার। খেতে দেবে কে? রাজ্য সরকার। আর গুলি চালাবে কে? কেন্দ্রীয় সরকার।"

দিল্লিকে ছাপিয়ে বিপজ্জনক দূষণে কলকাতা

বেবি চক্রবর্ত্তী

বর্তমানে ব্যস্ততম কলকাতা শহরে বায়ুদূষণের গ্রাফ ভয়ঙ্করভাবে ঊর্ধ্বমুখী। মঙ্গলবার গভীর রাতে রাজধানী দিল্লিকেও পিছনে ফেলে বিপজ্জনক দূষণের তালিকায় উঠে এল মহানগর। শহরের ময়দান সংলগ্ন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) রেকর্ড হয়েছে ৩৪২, যা 'খুবই খারাপ' থেকে 'বিপজ্জনক' পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। তুলনায়, এদিন দিল্লির AQI ছিল ২৯৯, অর্থাৎ কম দূষিত।

এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের গভীর উদ্বেগে ফেলেছে। সাধারণত দিল্লিকেই দেশের দূষণের রাজধানী হিসেবে ধরা হয়, সেখানে কলকাতার এমন অবস্থান নজিরবিহীন।

পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ সোমেন্দ্র মোহন ঘোষ জানিয়েছেন, ময়দানের চারটি প্রধান দূষণ উৎস নিয়ন্ত্রণহীন থাকায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী—

ময়দানে চলতে থাকা বায়োমাস পোড়ানো

আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো নির্মাণে ধুলো দূষণ, যেখানে নিয়মিত জল ছিটানোর মতো পরিবেশ-বান্ধব ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি

মায়ের ফ্লাইওভারে ১৫ বছরের বেশি পুরনো ডিজেলচালিত যানবাহন চলাচল

এসপ্লানেড ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় কয়লা ও কাঠ জ্বালিয়ে রান্না করা স্টল

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

হুমায়ুন প্রার্থী দিচ্ছেন মমতা-শুভেন্দুর বিরুদ্ধেও!

একাধিকবার সামনে এসেছে। কিন্তু এবার আরও বড় কথা হুমায়ুনের।

তিনি বললেন, "২০২৬ এ তৃণমূল বা বিজেপি কেউই একক ভাবে সরকার গড়তে পারবে না। যিনিই মুখ্যমন্ত্রী হোন না কেন হুমায়ুন কবীরের সাহায্য নিতে হবে । আমাকে না নিয়ে কেউ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে পারবেন না।" তবে কংগ্রেসের কথা বললেও জাতীয় কংগ্রেসের কথা বলেছেন হুমায়ুন। বাংলায় কংগ্রেস প্রসঙ্গে হুমায়ুনের পর্যবেক্ষণ, "কংগ্রেস সাইন বোর্ডে পরিণত হয়েছে । ছাব্বিশে ওদের চিহ্ন থাকবে না।" তবে মুর্শিদাবাদের মাটিতে যে ভোট কাটাকুটির রাজনীতি শুরু হয়ে গিয়েছে, তাতে নিশ্চিত রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তবে এদিনও 'আত্মবিশ্বাসী' হুমায়ুন বললেন, "কেউই এককভাবে সরকার গঠন করতে পারবে না। নির্ণায়ক শক্তি হব আমরাই।"সেক্ষেত্রে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, মিমের পাশাপাশি 'ধর্মনিরপেক্ষ' জাতীয় কংগ্রেস, আইএসএফের কথাও বললেন। বুধবার পাঁচ তারা হোটেল থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্পষ্ট করলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধেও প্রার্থী দেবেন তিনি। অর্থাৎ তাঁর দল ছাব্বিশের নির্বাচনে প্রার্থী দেবে ভবানীপুর- নন্দীগ্রামেও। তবে এক্ষেত্রে তিনি আরও একবার জোটে লড়ার ক্ষেত্রেই সওয়াল করলেন তিনি।

তবে মিমে-র সঙ্গে যে জোট করছেন, তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করেছেন হুমায়ুন। এদিকে, তিনি আগে এটাও দাবি করেছিলেন মহম্মদ সেলিমের সঙ্গেও ফোটে কথা হয়েছে তাঁর। তবে এবার আইএসএফ প্রসঙ্গ। তবে সেক্ষেত্রে নওশাদ সিদ্দিকির সঙ্গে তাঁর আদৌ কোনও কথা হয়েছে কিনা, সেটা স্পষ্ট করেননি।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সংগঠনের গতি আনতে চাইছেন ওয়েইসি। তাই গত মাসেই সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু করা হয়েছে মিমের তরফে। ওয়েইসির তরফ থেকে হুমায়ুনকে প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যেই নিজের দল গড়ার কথা ঘোষণা করে দিলেন হুমায়ুন।

হুমায়ুন এর আগেও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর কাছে আগে জাতিসত্তা, তার পর রাজনৈতিক দল। তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়ার দিনই ঘোষণা করে দেন ২২ ডিসেম্বরই নতুন দল গড়ছেন তিনি। তবে তাঁর লক্ষ্য, সরকার গঠন নয়, বিধানসভায় বিরোধী আসনে বসতে চান সদ্য তৃণমূল থেকে সাসপেন্ডেড ভরতপুরের বিধায়ক।

১৩৫ টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা আগেই বলেছিলেন তিনি। তবে তাঁর টার্গেট ৯০ টি আসন! হুমায়ুনের এ সব 'লক্ষ্য' 'বাবরি' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর থেকে একাধিকবার সামনে এসেছে। কিন্তু এবার আরও বড় কথা হুমায়ুনের।

(২ পাতার পর)

দিল্লিকে ছাপিয়ে বিপজ্জনক দূষণে কলকাতা

এই চারটি মিলেই দূষণকে বিপজ্জনক মাত্রায় ঠেলে দিয়েছে। ঘোষ সরাসরি বলেছেন, "এই পরিস্থিতি অবহেলার ফল।"

তিনি মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন— "নির্মাণকাজে পরিবেশ-নিরাপদ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি। ধুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মিত জল ছিটানো উচিত ছিল।"

রাজ্যের ভূমিকা নিয়েও কঠোর মন্তব্য করেন তিনি। পুরনো ডিজেল গাড়ি নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা, ময়দানে বায়োমাস পোড়ানো ঠেকাতে নজরদারির অভাব— এসবই দূষণ বৃদ্ধির কারণ বলে তাঁর অভিযোগ।

এছাড়া, ভিক্টোরিয়া সংলগ্ন চায়ের দোকান, খাবারের স্টলে কয়লা ব্যবহারে কোনও নিষেধাজ্ঞা না থাকায় দূষণের মাত্রা আরও বেড়েছে বলে মনে করছেন তিনি।

"সরকারকে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। এটা অত্যন্ত গুরুতর পরিস্থিতি, অবিলম্বে ব্যবস্থা প্রয়োজন,"— সতর্কবার্তা তাঁর।

দূষণ কমাতে তাঁর পরামর্শ— ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঘিরে থাকা গাছে নিয়মিত জল ছিটালে তারা আরও বেশি ধুলো শুষে নিতে পারবে, বিশেষ করে শীতকালে। এতে বাতাসে ধুলো ছড়িয়ে পড়া কমবে।

তিনি আরও জানান, এত বেশি দূষণ SSKM হাসপাতালের রোগীদের জন্য বিপজ্জনক, পাশাপাশি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কলকাতার বুকে এই বিপজ্জনক দূষণ স্তর নিয়ে শহরবাসীর উদ্বেগ তুঙ্গে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এখনই পদক্ষেপ না নিলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে।

সম্পাদকীয়

মুখ্যমন্ত্রী কি বিধায়ক নন? প্রশ্ন উঠল হাইকোর্টে,

নিজের নিরাপত্তা আধিকারিকদের নিয়ে কেন বিধানসভায় আসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? রাজ্য বিধানসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তারক্ষীদের প্রবেশ-সংক্রান্ত নির্দেশ লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া আদালত-অবমাননার মামলার শুনানি ছিল মঙ্গলবার।জবাবে বিধানসভার অধ্যক্ষের আইনজীবী বলেন, 'বিধানসভার স্পিকার, মুখ্যমন্ত্রী-এগুলি সাংবিধানিক পদ। বিরোধী দলনেতা সাংবিধানিক পদ নয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা'। তাঁর আরও বক্তব্য, 'এই মামলা গ্রহণযোগ্য নয়। বিধানসভার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতের সরাসরি হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই।'

পাল্টা বিচারপতি বলেন, 'বিধানসভায় এমনিতেই নিরাপত্তা রয়েছে, ভিতরে আলাদা সুরক্ষার দরকার কেন? মুখ্যমন্ত্রী কি বিধায়ক নন? তাহলে কেন তার ক্ষেত্রে নির্দেশ অমান্য?' এরপরই বিচারপতি বলেন, 'বিরোধী দলনেতা কি কোনওভাবে নিরাপত্তার অভাব মনে করছেন? যদি এমন হয়, তাহলে আদালতকে জানান'। শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবীর উদ্দেশে বলেন বিচারপতি। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৬ জানুয়ারি।সেখানেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে এল।

কি নির্দেশ দিল আদালত?

গত পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে নতুন নিয়ম হয়েছে যে, বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা সহ শাসক দলের বিধায়করাও আর নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে ঢুকতে পারবেন না। তাহলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন নিরাপত্তারক্ষীদের প্রবেশ-সংক্রান্ত নির্দেশ লঙ্ঘন করবেন? এই প্রশ্ন তুলে মামলা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিচারপতি অমৃতা সিনহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর জন্য প্রযোজ্য নয় নিয়ম? প্রশ্ন আদালতের

মঙ্গলবার সেই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে দুই পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনে বিধানসভার অধ্যক্ষের আইনজীবীকে বিচারপতি সিনহার প্রশ্ন, 'বিধানসভায় নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে বিজ্ঞপ্তি মানতে সমস্যা কোথায়?' বিচারপতি বলেন, 'তাহলে কি সেই বিজ্ঞপ্তি মুখ্যমন্ত্রীর জন্য প্রযোজ্য নয়? 'স্পিকারের দেওয়া নোটিস, সেটা মানতে সমস্যা কোথায়? সরাসরি এই প্রশ্ন তোলেন জাস্টিস সিনহা।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(বত্রিশতম পর্ব)

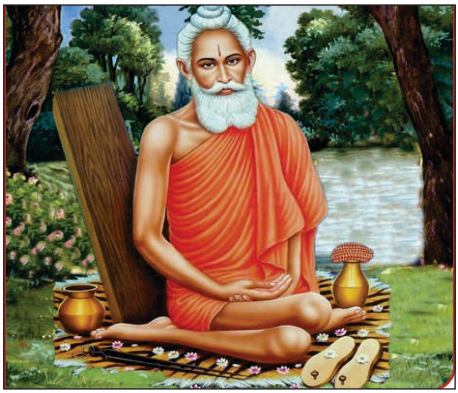

"...the dazzling obscurity of the secret silence, outshining all brilliance with the intensity of their darkness". এখন এই ধরণের বিবরনকে কিভাবে যাচাই করবেন। আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত এই ধরণের দাবি কখনোই বাস্তবমুখী হতে পারে না। এধরণের উক্তির অসংলগ্নতা মাপারও কোন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বিধানসভা নির্বাচনে সিট নিয়ে ছক কষছে রাজ্য বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার অনেক সিটে বিজেপি মাত্র ১ হাজার থেকে ১৫ হাজার ভোটে হেরেছে। সেই সিটের দিকে বিশেষ নজর দিতে চাইছে বিজেপি। বঙ্গের এক শীর্ষ নেতা জানান, সম্ভাবনাময় বিধানসভা আসনের সংখ্যা একশোর বেশি। কিন্তু গতবার হাতে বেশ কয়েকটি আসন হাতছাড়া হতে পারে বলে মনে করছে গেরুয়া শিবির। তবে কলকাতা ও আশেপাশের জেলা থেকে বেশকিছু আসন এবার ছিনিয়ে আনা সম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে। তবে সবটাই নির্ভর করছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকার ওপর। কারণ চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় কোন আসন থেকে কত ভোটার বাদ গেল এবং জনবিন্যাস কি অবস্থায় দাঁড়াল তার উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে।

এখনই হিসেবনিকেশ শেষ করা সম্ভব নয়। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর রাজ্য নেতাদের সঙ্গে দিল্লির শীর্ষ নেতৃত্ব বৈঠক করে পরিস্থিতির ফের পর্যালোচনা করবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের ওই শীর্ষ নেতা। সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শেষ হলেই রাজ্যে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ঘুরে এলেই পর্যালোচনা বৈঠক হবে বলে জানান তিনি। রাজ্যের সব বুথে বিএলএ দিতে পারেনি দল। বিশেষ করে ১০০ শতাংশ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বুথে। তবে এমন অনেক বুথ রয়েছে যেখানে কর্মী থাকা সত্ত্বেও বিএলএ দেওয়া যায়নি। সেখানে কর্মীদের পুরনো ভোটার তালিকা রাখতে বলা হয়েছে। খসড়া তালিকা প্রকাশ হলেই মিলিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

... বাম মুখ নীলবর্ণ এবং শূকরমুখের ন্যায় বিকৃত, বীররস ব্যঞ্জক, দ্রংষ্টাকরাল এবং ললজিহ্ব (sic)" (বিনয়তোষ ৫৪)। "বজ্রবারাহী।। বৈরোচন-কুলের দেবী বজ্রবারাহী তান্ত্রিকদের এক অতি প্রিয় দেবতা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে ধর্মীয় রাজনীতির অভিযোগ

বেবি চক্রবর্ত্তী

গত ৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের বাবরি মসজিদের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে কি সৌদি আরবের দুই ইমাম উপস্থিত ছিলেন? হুমায়ুন প্রথম থেকেই সেই দাবি করে আসছেন। কিন্তু খবরে প্রকাশ, এই তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। যদিও হুমায়ুনের দাবি, তাঁকে অপদস্থ করতে ওই ছক কষেছেন রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। সেই অভিযোগ আবার অস্বীকার করেছেন সিদ্দিকুল্লা। আসলে গত ৬ ডিসেম্বর বেলডাঙায় তথাকথিত 'বাবরি' মসজিদের শিলান্যাসের আগে হুমায়ুন দাবি করেছিলেন, তাঁর মসজিদ শিলান্যাসের অনুষ্ঠানে দেশবিদেশ থেকে বহু অতিথি আসবেন। কর্মসূচিতে যোগ দিতে সৌদি আরব থেকে আসছেন দুই 'ক্বারী' অর্থাৎ মক্কার ইমাম। সেই মতো দুই ইমামকে কেন্দ্রস্থলে রেখে পুরো কর্মসূচি হয়।

বহু ধর্মপ্রাণ মুসলিম তাতে যোগও দেন। কিন্তু পরে জানা গিয়েছে, ওই কর্মসূচিতে সৌদি থেকে কোনও ইমাম আসেননি। যাঁদের কেন্দ্রস্থলে রেখে অনুষ্ঠান হয়েছে তাঁদের মধ্যে একজন মুর্শিদাবাদেরই দৌলতাবাদের বাসিন্দা সুফিয়া। দ্বিতীয় জন, শেখ আবদুল্লা পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা। স্বাভাবিকভাবেই বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়কের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

যদিও হুমায়ুনের দাবি, তাঁকে অপদস্ত করার চেষ্টা হয়েছে। তিনি সৌদির ইমাম আনার জন্যই এক মধ্যস্থতাকারীকে দায়িত্বভার দিয়েছিলেন। এমনকী তাঁর আসা যাওয়া থাকার খরচও ওই মধ্যস্থতাকারীকে দেন। তিনি আশ্বস্ত করেছিলেন মক্কা থেকে দু'জন ক্বারীকে নিয়ে আসবেন। কিন্তু পরে জানতে পারেন সৌদি থেকে কোনও ক্বারী আসেননি। ওই দুজন রাজ্যেরই। বিতর্কিত বিধায়ক বলেন, "আমি মধ্যস্থতাকারীদের সম্পূর্ণ ভরসা করেছিলাম। বিমানের টিকিট ও অন্য খরচ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আর কোনও খোঁজখবর নিতে পারিনি। এখন শুনছি ওরা রাজ্যের বাসিন্দা।"

শুভেন্দুর নন্দীগ্রামে বাড়তি নজর, SIR পর্যালোচনায় স্পেশাল অবজার্ভার পাঠাল কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নন্দীগ্রামে বাড়তি নজর নির্বাচন কমিশনের। নন্দীগ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী রামনগরের জন্য পাঠানো হয়েছে ২ বিশেষ অবজার্ভারকে।রাজ্যে এসআইআর ঘোষণার দিনই জাতীয় নির্বাচন কমিশনার সাফ জানিয়েছিলেন, স্বচ্ছভাবে ভোটার তালিকা তৈরিই লক্ষ্য। কাজ শুরুর পরও বারবার তা বুঝিয়ে দিয়েছেন কমিশনের প্রতিনিধিরা। যা চাপ বাড়িয়েছে জেলা প্রশাসনের উপর। তবে কমিশনের এই ভূমিকায় খুশি

এরপর ৬ পাতায়

এস আই আর আবহে শান্তিপুরে বস্তাবন্দি রাশি রাশি ভোটার কার্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যে এস আই আর আবহে যখন বেশ উত্তপ্ত চারিদিক সেই পরিবেশে আবার উদ্ধার প্রচুর ভোটার কার্ড। নদীয়া শান্তিপুর থেকে উদ্ধার হলেও জানা যাচ্ছে এর মধ্যে বেশ কিছু কার্ড উত্তর ২৪ পরগনার। প্রথমে চোখে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দারই। মুহূর্তেই লোকমুখে খবরটা গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তেই জমে যায় ভিড়। স্থানীয় বাসিন্দারাই পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ

এরপর ৬ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

সন্দেশখালিতে দুর্ঘটনার কবলে শাহজাহান কাণ্ডের সাক্ষী!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সন্দেশখালি কাণ্ডে জেলবন্দি শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে চলা মামলার অন্যতম সাক্ষী তিনি। বুধবার সকালে ওই মামলায় আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাওয়ার পথে বড়সড় দুর্ঘটনার মুখে পড়লেন মামলার অন্যতম সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষ ।সূত্রের খবর, ভোলানাথ একসময় শাহজাহানের সঙ্গী ছিলেন। পরে শাহজাহানের অনৈতিক কাজকর্মের বিরোধিতা করেন। যে কারণে রাতের অন্ধকারে ভোলার বাড়িতে দুষ্কৃতী দিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। এমনকী শাহজাহান ও তার দলবলের ভয়ে দীর্ঘদিন এলাকা ছাড়াও ছিলেন তিনি। শাহজাহান গ্রেফতার হওয়ার পর এলাকায় ফিরেছিলেন ভোলা। সন্দেশখালিতে শাহজাহানের জোরজুলুমের বিরুদ্ধে সরবও হন। ইডির মামলাতে তিনি অন্যতম সাক্ষীও। অভিযোগ, আদালতে শাহজাহানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেওয়ার জন্য তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ওপরে চাপ তৈরি করা হচ্ছিল বলেও অভিযোগ। দুর্ঘটনা এতটাই ভয়াবহ যে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে ভোলার ছেলে এবং গাড়ির ড্রাইভারের।গুরুতর জখম ভোলা ঘোষকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে করে আদালতে যাচ্ছিলেন ভোলানাথ। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন চালক। বয়ারমারির পেট্রোলপাম্পের কাছে ভোলার গাড়িকে সজোরে ধাক্কা মারে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি লরি। শুধু তাই নয়, ধাক্কা মারার পর লরির চালক একটি বাইকে করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের। স্বভাবতই, দুর্ঘটনা ঘিরে এলাকায় জল্পনা আরও বাড়ছে।

ভোলা ঘোষ বহু দিন ধরেই শাহজাহান সংক্রান্ত তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন। বিরোধী শিবিরের দাবি ছিল, শাহজাহান জেলে থেকেও স্থানীয়দের ভয় দেখাতে তাঁর অনুগামীদের ব্যবহার করছেন। এ ব্যাপারে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ এবং গত ভোটে সন্দেশখালির বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। তাঁদের অভিযোগ, "এটি পরিকল্পিত খুনের ঘটনা। জেল থেকে শাহজাহান যে সন্দেশখালি নিয়ন্ত্রণ করছে, তা আমরা আগেই বলেছিলাম। এ ঘটনা আবারও সেটাই প্রমাণ করল। ভোলানাথ ঘোষকে মেরে ফেলায় ওদের উদ্দেশ্য ছিল।" পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

(৫ পাতার পর)

এস আই আর আবহে শান্তিপুরে বস্তাবন্দি রাশি রাশি ভোটার কার্ড

এসে শেষ পর্যন্ত কার্ডগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলছেন, বস্তাটা ফাটা ছিল। ওটা দেখেই সন্দেহ হয়। পা দিয়ে নাড়া দিতেই ভোটার কার্ডগুলি বেরিয়ে আসে। দেখে তো মনে হচ্ছে চারশো থেকে পাঁচশো কার্ড আছে। সঙ্গে আবার অনেক কাগজপত্রও রয়েছে।

বর্তমান আবহে এই পরিত্যক্ত ভোটারকার্ড যথেষ্ট সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনিয়েই নির্বাচন কমিশনের ধারণা এখানে যথেষ্ট ফলস ভোটার কার্ড আছে। এদিকে রাত পোহালেই কৃষ্ণনগরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণনগরের গর্ভমেন্ট কলেজের মাঠে জনসভা করার কথা রয়েছে তাঁর। তার স্বভাবতই এ ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে দানা বেঁধেছে বিতর্ক। পুরোদমে চলছে চাপানউতোর। তৃণমূলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে বিজেপির লোকজন এই কার্ড ফেলে গিয়েছে। এলাকার তৃণমূল নেতা তথা শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তপন সরকার বলছেন, "মুখ্যমন্ত্রী তো এই ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দিয়েই যাবেন। তাই তার আগে অন্য জেলা থেকে এই সব কার্ড নিয়ে ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছে। এটা বিজেপির কাজ।" কাজ যারই হোক, বিষয়টা যে যথেষ্ট উদ্বেগের তাতে সন্দেহ নেই।

(৫ পাতার পর)

শুভেন্দুর নন্দীগ্রামে বাড়তি নজর, SIR পর্যালোচনায় স্পেশাল অবজার্ভার পাঠাল কমিশন

শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, "বকুলতলা হাওড়াতে থাকেন, আর নাম তুলেছেন নন্দীগ্রামে। থাকেন দিল্লিতে আর নাম তুলেছেন নন্দীগ্রামে। এসব থাকলে তো কমিশন লোক পাঠাবেই।" প্রসঙ্গত, রাজ্যে এসআইআর ঘোষণার পরই শুভেন্দু দাবি করেছিলেন বিপুল সংখ্যার ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাবে।আজই নন্দীগ্রাম বিধানসভার ইআরও-এর সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। এপ্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, "একজায়গার বাসিন্দা হয়ে অন্য জায়গার ভোটার তালিকায় নাম তুললে কমিশন তো লোক তো পাঠাবেই।"

ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত করতে রাজ্যজুড়ে চলছে এসআইআর। কাজে যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে তা নিশ্চিত করতে বারবার বৈঠক করছে কমিশন। বাংলা-সহ যে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর হচ্ছে সেখানে অবর্জাভার পাঠানো হচ্ছে। তাঁরা খতিয়ে দেখছে পরিস্থিতি। কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে বুধবার বাংলায় এসে পৌঁছেছেন কমিশনের পাঁচজন স্পেশাল অবজার্ভার। তাঁদের মধ্যে দুজন নন্দীগ্রাম ও রামনগরের জন্য। কমিশন সূত্রে খবর, বুধবার ২১০ নন্দীগ্রাম বিধানসভার ইআরও-এর সঙ্গে বৈঠক করেন অবর্জাভার। আগামিকাল রামনগরের ইআরও-এর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন দায়িত্বপ্রাপ্ত অপর অবর্জাভার। কীভাবে কাজ এগোচ্ছে, কোথায় সমস্যা, সবটা শুনবেন তাঁরা।

সিনেমার খবর

১০ বছর পর ফিরছে রণবীর-দীপিকা জুটি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় জুটি রণবীর কাপুর ও দীপিকা পাড়ুকোন প্রায় দশ বছর পর আবার পর্দায় ফেরার খবর চাউর হয়েছে। রোমান্স, অভিনয় ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের আলোচনায় বলিউড মাতানো এই জুটি শেষবার একসঙ্গে কাজ করেছিলেন ২০১৫ সালের 'তামাশা' সিনেমায়। ব্যক্তিগত জীবনে ভিন্ন পথে হাঁটলেও পর্দায় তাদের রসায়ন আজও বলিউডের অন্যতম আকর্ষণ।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, নির্মাতা অয়ন মুখোপাধ্যায় তার নতুন ছবিতে আবার জুটিবদ্ধ করেছেন রণবীর-দীপিকাকে। অয়ন এর আগে 'ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি'তে এই জুটিকে নিয়ে সুপারহিট সিনেমা তৈরি করেছিলেন।

নতুন সিনেমাটির গল্প নির্মিত হচ্ছে রাজ কাপুর পরিচালিত ১৯৫৬ সালের ক্ল্যাসিক 'চোরি চোরি' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে। আধুনিকতার ছোঁয়া দিতে এতে থাকছে বেশ কিছু নতুন চমক।

সূত্র আরও জানাচ্ছে, এই ছবির মাধ্যমেই নাকি প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছেন রণবীর কাপুর। তার প্রযোজনা সংস্থার নাম রাখা হয়েছে 'আরকে ফিল্মস'। যদিও ছবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনো হয়নি, তবে প্রি-প্রোডাকশনের কাজ চলছে। ২০২৬ সালের শুরুতে শুটিং শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতসহ বিদেশের একাধিক লোকেশনে হবে শুটিং- এমন পরিকল্পনাও রয়েছে নির্মাতার।

'বাচনা অ্যায়ে হাসিনো', 'ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি' ও 'তামাশা'-এই তিন হিট ছবিতে রণবীর-দীপিকার দুর্দান্ত রসায়ন এখনো দর্শকের মনে গেঁথে আছে। তাই দশ বছর পর তাদের পুনর্মিলন নিয়ে বলিউডে তৈরি হয়েছে নতুন উত্তেজনা। দর্শকরাও অপেক্ষায়, কেমন চমক নিয়ে বড় পর্দায় ফিরে আসছেন এই তারকা জুটি।

সন্তানদের সঙ্গে তর্ক হলে 'গর্ববোধ' করেন কাজল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সন্তানরা বাবা-মায়ের মুখে মুখে তর্ক করবে—এমনটা অনেক পরিবার মেনে নিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে পুরোই আলাদা বলিউড অভিনেত্রী কাজল। তার সঙ্গে সন্তানদের কথা-কাটাকাটি হলে মন খারাপ নয়, বরং গর্ববোধ করেন অভিনেত্রী।

সম্প্রতি মারাঠি ছবি 'উত্তর'-এর প্রচারে গিয়েছিলেন কাজল। সঙ্গে ছিলেন মা তনুজা। সেখানেই বাবা-মায়ের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে তর্ক করার প্রসঙ্গ ওঠে। নিজের মত সেখানেই প্রকাশ করেন কাজল।

তার মতে, বাবা-মায়ের সঙ্গে সব বিষয়ে ছেলেমেয়েদের মনের মিল হবে, এমন ধারণায় তিনি বিশ্বাসী নন। বরং মতবিরোধ হওয়াটাই স্বাভাবিক বলে মনে করেন।

কাজলের কথায়, আমি মনে করি মতের মিল হচ্ছে না— মানে আমি এমন একজন মানুষকে বড় করে তুলেছি যে প্রশ্ন করতে পারে। লোকের কথা মেনে নেওয়া নয়, বরং প্রশ্ন করতে শিখতে হয়। আমার মেয়ের সঙ্গে বহু বিষয়ে মতবিরোধ হয়।

যদিও শেষে কাজল জানান, তিনি তার মায়ের সঙ্গে তেমন কিছু করেননি। সঙ্গে সঙ্গে এর বিরোধিতা করেন তার মা তনুজা।

প্রসঙ্গত, অজয় দেবগনের সঙ্গে ২৬ বছরের দাম্পত্যজীবন কাজলের। নায়সা দেবগন ও যুগ দেবগন নামে তাদের দুই সন্তান রয়েছে। কাজলকে সবশেষ ভৌতিক ধাঁচের 'মা' ছবিতে দেখা গেছে। এ ছাড়া অভিনেত্রী টুইঙ্কেল খান্নার সঙ্গে 'টু মাচ' অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করে আলোচনায় তিনি।

সাফল্য আমাকে অবাক করেছে: আমির খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

"কিভাবে তারকা হয়ে উঠলাম নিজেও জানি না"—বলিউডের পারফেকশনিস্ট আমির খান, আমির, খান এবার এমনই অকপট স্বীকারোক্তি দিলেন। বলেন, এত বিপুল তারকাখ্যাতি কিভাবে অর্জন করলেন, তা আজও তার কাছে অজানা। সম্প্রতি পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের সিনেমা-নির্বাচন আর তারকা হয়ে ওঠা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন তিনি।

আমির, বলেন, "আমি সত্যিই জানি না কিভাবে তারকা হয়ে উঠলাম। যুক্তি অনুযায়ী আমার এমন হওয়ার কথা ছিল না। আমি সব নিয়ম ভেঙে নিজের মতো করে কাজ করেছি। তাই এই সম্মান আর সাফল্য পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ।"

তিনি আরও বলেন, "আমি যে বাস্তব সিদ্ধান্তগুলো নিতাম, তাতে সাফল্যের দিকে যাওয়া সম্ভব ছিল না। 'সরফরোস' বা 'লগান' যখন মুক্তি পায়, তখন দর্শক আদৌ সেগুলো পছন্দ করবেন কি না, আমরা জানতাম না। এরপর এলো 'দিল চাহতা হ্যায়', যা সময়ের তুলনায় বেশ আলাদা ছিল। আর এখন 'সিতারে জমিন পর'।"

অভিনেতা-প্রযোজক আমিরের, ভাষ্য, "আমি একই কাজ বারবার করতে পারি না। আমার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মেলে এমন স্ক্রিপ্টই বেছে নিই। আমি শুধু সেই ছবিই করি, যা আমাকে ভেতর থেকে উত্তেজিত করে।"

প্রসঙ্গত, আমির, খানকে সর্বশেষ দেখা গেছে 'সিতারে জমিন পর'-এ। ২০০৭ সালের জনপ্রিয় ছবি 'তারে জমিন পর'-এর সিক্যুয়াল এই ছবিটি দর্শকদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বনিম্ন রানের লজ্জা, বড় জয় ভারতের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ওয়ানডে সিরিজের মতো টি-টোয়েন্টি যাত্রাতেও দাপুটে ভারত। আজ কটকে অতিথি দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিজেদের টি-টোয়েন্টি ইতিহাসের সর্বনিম্ন রানে আটকে ১০১ রানের বড় জয় পেয়েছে সূর্যকুমার যাদবের দল। এ জয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১–০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল স্বাগতিকরা।

এদিন আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭৬ রান তোলে ভারত। জবাবে ১২.৩ ওভারে ৭৪ রানেই গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা।

টস হেরে এইডেন মার্করামের আমন্ত্রণে প্রথমে ব্যাট করতে নামে ভারত। চোট কাটিয়ে দলে ফেরা শুভমান গিল ওপেনিংয়ে নেমে ৪ রানে উইকেট ছাড়েন। পরে ১২ রান করে ফিরে যান অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। ১৪ ওভারে ১০৪ রানে ৫ উইকেট হারায় ভারত।

দল গঠনে দায়িত্ব দেন চোট কাটিয়ে ফেরা হার্দিক পান্ডিয়া। ২৮ বলে ৫৯ রানে অপরাজিত ছিলেন এই পেস অলরাউন্ডার। তাতেই ১৭৬ রানের লড়াকু স্কোর পায় ভারত।

জবাব দিতে নেমে শুরুতেই আর্শদীপ সিং ও জাসপ্রিত বুমরাহের তোপে পড়ে প্রোটিয়ারা। ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই আউট হন কুইন্টন ডি কক। তৃতীয় ওভারে ফিরে যান ট্রিস্তান স্টাবস। দলীয় ৪০ রানে পড়ে তৃতীয় উইকেট। ১৪ রান করে আউট হন এইডেন মার্করাম।

এরপর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং লাইনআপ। ২৯ রানে শেষ ৭ উইকেট হারায় তারা। প্রোটিয়াদের হয়ে সর্বোচ্চ ২২ রান করেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস।

এদিন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০তম উইকেট পেয়ে যান যশপ্রীত বুমরা। ভারতের হয়ে আর্শদীপ সিং, জাসপ্রিত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী ও অক্ষর প্যাটেল নেন ২টি করে উইকেট। বৃহস্পতিবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে দুই দল।

অবসর ভেঙে টেস্টে ফেরার গুঞ্জন, যা বললেন কোহলি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টেস্ট ক্রিকেটে ফেরার গুঞ্জন চলছিল কয়েকদিন ধরেই। ভারতের টেস্ট ব্যর্থতার পর অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, বিরাট কোহলি হয়তো আবার সাদা পোশাকে ফিরবেন। কিন্তু রাঁচিতে প্রথম ওয়ানডেতে সেঞ্চুরির পর তিনি নিজেই সেই জল্পনায় শেষ টানলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচ জেতানো শতরান করার পর কোহলি স্পষ্ট জানালেন, এখন তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার একটিমাত্র ফরম্যাটেই সীমাবদ্ধ— ওয়ানডে ক্রিকেট।

১৭ রানে জয়ের পর ম্যাচের ফলের চেয়েও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কোহলির ৫২তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি। শুরু থেকেই সাবলীল ব্যাটিং, দারুণ রানিং আর শট বাছাই— সব মিলিয়ে কোহলির ইনিংস ভারতকে এগিয়ে নেয়। এই পারফরম্যান্স দেখেই নতুন করে দাবি উঠেছিল তাকে আবার টেস্ট দলে ফেরানোর। তবে কোহলি নিজেই সে সম্ভাবনা সরাসরি নাকচ করে দিলেন। প্রেজেন্টেশনে তিনি বলেন, ‘এভাবেই চলবে। আমি শুধু একটি ফরম্যাটেই খেলছি।’

৩৭ বছর বয়সি কোহলি জানালেন, কেন এখনও খেলতে আগ্রহী। তিনি বলেন, ‘তুমি যদি ৩০০-এর মতো ম্যাচ খেলে থাকো, তুমি বুঝবে কখন রিফ্লেক্স ঠিক আছে, শরীরও মানিয়ে নিচ্ছে। যতদিন ভালোভাবে বল খেলতে পারছি, ততদিন বিষয়টা শারীরিক ফিটনেস, মানসিক প্রস্তুতি আর উত্তেজনার।’

এই মন্তব্য এমন সময় এলো যখন ভারতের টেস্ট দল টানা ব্যর্থ। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ০-২ ব্যবধানে হারের পর এবং তার আগের বছর নিউজিল্যান্ডের কাছে ০-৩ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর গুঞ্জন ছড়ায় যে বোর্ড নাকি কোহলি-রোহিতকে টেস্টে ফেরানোর কথা বলেছে। তবে বিসিসিআই সচিব দেবজিত সাইকিয়া জানিয়েছেন, এ ধরনের কোনো আলোচনা হয়নি। দুজনই মে মাসে টেস্ট ছাড়েন।

‘রোহিত-কোহলিকে ছাড়া বিশ্বকাপ জিতবে না ভারত’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী দলের ওপেনার ক্রিস শ্রীকান্ত বলেছেন, রিবাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে ছাড়া ভারত বিশ্বকাপ জিতবে না।

শ্রীকান্ত নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, ‘কোহলি ও রোহিত অন্য পর্যায়ের ক্রিকেট খেলেছে। এ দুজনকে ছাড়া ২০২৭ বিশ্বকাপে (ভারতের) পরিকল্পনা কাজ করবে না। রোহিতকে এক পাশে ও বিরাটকে অন্য পাশে লাগবে। এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না।’

শ্রীকান্তও আরও বলেন, ‘দেখুন রোহিত ও কোহলি যদি ২০ ওভারের মতো ব্যাট করে, তাহলে প্রতিপক্ষ ধ্বংস হয়ে যায়। এ ম্যাচেও তেমন হয়েছে। ওদের জুটিই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।’

বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিলেও খেলছেন শুধু মাত্র ওয়ানডে ফরম্যাটে। একজনের বয়স ৩৭, আরেকজনের ৩৮। আরেকটি ওয়ানডে বিশ্বকাপ আসতে আসতে তাদের বয়সে যোগ হবে আরও দুই বছর করে।

তারা যেভাবে ফিটনেস ধরে রেখেছেন সেটি দেখে মুগ্ধ শ্রীকান্ত, ‘তারা ফিটনেস নিয়ে প্রচুর খাটছে। বিরাট ও রোহিত শুধু এক সংস্করণে খেলে। শুধু এক সংস্করণে খেলে এমন মানসিকতা ধরে রাখা সহজ কাজ নয়।’

শ্রীকান্ত বলেন, ‘আমার যা মনে হচ্ছে ২০২৭ বিশ্বকাপে ব্যাটিংক্রমের এক ও তিনে ওদের জায়গা পাকা। ওদের ছাড়া আমরা জিততে পারব না।’

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR